# মাহদী, দাজ্জাল ও ঈসা আঃ

## মাহদী

**প্রারম্ভিক কথাঃ** বর্তমান প্রেক্ষাপটে মাহদী, দাজ্জাল ও ঈসা অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ন বিষয়। কারন বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের এই করুন অবস্থায় গোটা জাতি আজ মাহদীর জন্য অপেক্ষমাণ। আবার মাহদী সম্পর্কে সমাজে অনেক ভুল ধারনা রয়েছে। যার মুলে রয়েছে কিছু মাওদ্বু', মাতরুক ও দ্বাইফ হাদীছ।

বর্তমানে মুসলমানরা নানা দলে বিভক্ত। এবং এই দলগুলু পরস্পরের প্রতি নেতিবাচক ও বিদ্বেষী। তাদের বিদ্বেষ এই পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, মাহদী কোনো দলের হলে বা কোনো দল মাহদীকে সমর্থন দিলে অন্য দলগুলু মাহদীকে মেনে নেবে বলে মনে হয় না। তাই এবিষয়ে সঠিক জ্ঞান ও সঠিক তথ্য জানা অতি জরুরী।

**পরিচিতিঃ** মাহদী কারো নাম নয়। মাহদী একজন নেতা। কিয়ামতের আগে জাতির করুন অবস্থায় তিনি আবির্ভুত হবেন। তিনি মুসলিম জাতির নেতৃত্ব দেবেন, জাতিকে সঠিক ভাবে পরিচালিত করবেন এবং সঠিক পথে নিয়ে আসবেন। বর্নিত হচ্ছেঃ

আলী রাঃ থেকে বর্নিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ আমার উম্মতের আখেরী সময়ে মাহদী আসবে। আল্লাহ তাকে বৃষ্টি দিয়ে সাহায্য করবেন। তখন অধিক ফসল উৎপন্ন হবে। আল্লাহ তাকে অনেক সম্পদ দান করবেন। তখন প্রচুর গবাদিপশু উৎপন্ন হবে। মাহদী একটি সমৃদ্ধ জাতি গঠন করবে। সে সাত অথবা (বলেছেন) আট (বছর) বেঁচে থাকবে। (হাকীম। হাদীছটি সাহীহ)

মাহদী শব্দের অর্থ সঠিক পথে পরিচালিত। তিনি পথ ভুলা মুসলিম জাতিকে সঠিক পথে পরিচালিত করবেন বিধায় তাকে মাহদী বলা হয়। হাদীছে খালীফাহ মাহদী বলা হয়েছে। তবে শিয়াদের কাছে তিনি ইমাম মাহদী হিসাবে পরিচিত। শিতারা ১২ ঈমামে বিশ্বাসী। তারা মনে করে মাহদী হলেন ১২তম ঈমাম। তাই তারা বলে ঈমাম মাহদী।

মাহদী হবেন নবী সাঃর মেয়ে ফাতিমাহ রাঃর বংশ থেকে। তার নাম হবে রাসূল সাঃর নামে এবং তার পিতার নাম হবে রাসূল সাঃর পিতার নামে। বর্নিত হচ্ছেঃ

উম্মু-সালামাহ রাঃ থেকে বর্নিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ মাহদী হবে আমার পরিবারের, ফাতিমার সন্তান। (আবু-দাউদ, ইবন মাজা। হাদীছটি হাসান)

আবু-সাঈস আল-খুদরী রাঃ থেকে বর্নিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ দুনিয়ার সমাপ্তি ঘটবে না যতক্ষন না আরব শাসন করবে আমার পরিবারের একজন মানুষ যার নাম হবে আমার নামে (মুহাম্মাদ বা আহমদ) এবং পিতার নাম হবে আমার পিতার নামে। (আবু-দাউদ, তিরমিযী। হাদীছটি সাহীহ) মাহদীর পরিচয় সম্পর্কে আরো অনেক হাদীছ বর্নিত হয়েছে।

**পটভূমিঃ** দুনিয়া তখন পাপাচারে ভরে উঠবে। মুসলমানদের নৈতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অবক্ষয় ঘটবে। বিশ্বব্যাপী খৃষ্টানদের দাপট বাড়বে। তারাই হবে দুনিয়ার নিয়ন্ত্রক শক্তি। আল্লাহর পথে নিবেদিত প্রাণ মুসলিমের সংখ্যা কমে যাবে। শত্রুর ভয়ে তারা আত্মগোপন করে পাহাড়ে জঙ্গলে আশ্রয় নেবে। তখন খুরাসানে (বর্তমান আফগানিস্থান, পাকিস্থান ও ইরানের কিছু এলাকা সহ আরো কিছু অঞ্চল নিয়ে তখনকার খুরাসান গঠিত ছিল) শক্তিশালী একটি মুসলিম বাহিনী গড়ে উঠবে। ইরাক সিরিয়া ও ইয়ামনে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়বে। বর্নিত হচ্ছেঃ

আব্দুল্লাহ বিন হাওয়ালাহ রাঃ বলেন, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ অদূর ভবিষ্যতে তোমাদের সেনারা কয়েক ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে। এক বাহিনী শামে, একটি ইরাকে আর একটি ইয়ামানে। আব্দুল্লাহ বলেনঃ (ইহা শোনে) আমি দাড়িয়ে গেলাম। বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার জন্য একটি পছন্দ করুন। রাসূল সাঃ বললেনঃ তোমরা শামে যাবে। শামে না পারলে ইয়ামান যাবে। সাবধান! কোন ধোঁকায় পা দেবে না। কারন আল্লাহ (আঃ ওয়া জাঃ) শাম ও শামবাসীর জিম্মাদারী নিয়েছেন। (আহমাদ, আবু-দাউদ। হাদীছটি সাহীহ)

**আত্মপ্রকাশঃ** খালীফাহ মাহদী মক্কাতে আত্মপ্রকাশ করবেন। কিছু মানুষ মাহদীর আনুগত্য মেনে নিয়ে তাকে নেতা হিসাবে ঘোষণা করবে। তিনি মাসজিদ হারামের নিয়ন্ত্রন হাতে নিয়ে মক্কাহ কেন্দ্রিক খিলাফাহ ঘোষণা করবেন। এতে ক্ষেপে উঠবে কাফির জগত। তাকে হত্যা করতে ধেয়ে আসবে মিত্র বাহিনী।

**যুদ্ধঃ** মক্কাহ আক্রমণ করে খালীফাহ মাহদীকে সদলবলে হত্যা করতে পাঠানো হবে মুসলিম দেশ গুলুর সমন্বয়ে গঠিত কোয়ালিশন ফোর্স। এদের মোকাবিলা করার শক্তি থাকবে না মাহদীর। কিন্তু আল্লাহ তাকে সাহায্য করবেন। মক্কাহ ও মদীনার মধ্যবর্তি "বাইদা" (উপত্যকায়) মাটি চাপায় ধ্বংস হবে এই বাহিনী। ইহাই মাহদীর পরিচয় বহনকারী বিশেষ ঘটনা। বর্নিত হচ্ছেঃ

আব্দুল্লাহ বিন স্বাফওয়ান উম্মু-ল-মুঅমিনীন থেকে বর্ননা করেন, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ অদূর ভবিষ্যতে কিছু মানুষ (মাহদী ও তার অনুসারীরা) বাইতুল্লায় আশ্রয় নেবে। তাদের না

থাকবে তেমন শক্তি, না সংখ্যা আর না প্রতিরোধ ব্যবস্থা। তাদের মারার জন্য পাঠানো হবে এক বিরাট বাহিনী। কিন্তু এরা "বাইদ্বা" পৌছলে মাটির নীচে চাপা পড়ে যাবে। (মুসলিমঃ ২৮৮৩/৭। প্রায় সমান হাদিছই ২৮৮২, ২৮৮৩, ২৮৮৪ এ বর্নিত হয়েছে)

উম্মু সালামাহ রাঃ নবী সাঃ থেকে বর্ননা করেছেনঃ (শেষ যামানায়) কোনো খালীফার মৃত্যুতে মতানৈক্য দেখা দিবে। তখন এক ব্যক্তি (হয়ত লোকজন তাকে খালীফাহ বানাতে চাইবে) মদীনাহ থেকে পালিয়ে মক্কাহ চলে যাবে। মক্কার কিছু লোক তাকে চিনে ফেলবে এবং হাজরে আসওয়াদ ও মাক্কামে ইবরাহীমের মধ্যবর্তি স্থানে তার হাতে বাইয়াত (করে তাকে খালীফাহ হিসাবে ঘোষণা) করবে যদিও তিনি খালীফাহ হতে চাইবেন না। তখন তাকে (হত্যার জন্য) শামের দিকে থেকে এক বিরাট বাহিনী প্রেরন করা হবে। কিন্তু "বাইদ্বা" আসার পর এই বাহিনীকে ভূমি গ্রাস করবে। এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করে শামের বিশেষ ব্যক্তিবর্গ আর ইরাকের কিছু দল তার আনুগত্য মেনে নেবে। তখন ক্বুরাইশের একব্যক্তি তার বিরোদ্ধে দাঁড়াবে, যার মামার গুত্র হবে "কালব"। মাহদী তাদের বিরোদ্ধে সৈন্য পাঠাবে। যুদ্ধে মাহদী বাহিনীর বিজয় হবে। মাহদী নবীর আদর্শে সমাজ গঠন করবে এবং ইসলাম আবার পূর্নাঙ্গ (রাষ্ট্রীয়) ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। সাত বছর শাসন করার পর মাহদী মারা যাবে। মুসলমানগণ তার জানাযা করবে। (আবু-দাউদ)

উল্লেখ্য বাইদা অর্থ উপত্যকা। দুই পাহারের মধ্যবর্তি নিম্ন উপত্যকাকে বাইদা বলা হয়। আবার মক্কাহ ও মদীনার মধ্যবর্তি একটি বিশেষ উপত্যকার নামও "বাইদা"।

এই ঘটনার পর মাহদীর পরিচয় জানতে পেরে সারা বিশ্ব থেকে আগত মুসলিমগণ তার আনুগত্য মেনে নেবে এবং তার সমর্থনে এগিয়ে আসবে। যাত্রা শুরু করবে খুরাসানী বাহিনী। আরবের অনেক গুত্র মাহদীর আনুগত্য মেনে নেবে। আসবে ইরাকের কয়েকটি দল এবং শামের মুসলিম নেতারাও।

বানু-কালব নামে একটি আরব সম্প্রদায় মাহদীর বিরোদ্ধে অবস্থান নেবে। যাদের নেতৃত্বে থাকবে কুরাইশ বংশের এক নেতা। মাহদী এদের বিরোদ্ধে সৈন্য পাঠাবেন। লড়াইয়ে মাহদী বাহিনী বিজয়ী হবে। এভাবেই শক্তিশালী হয়ে উঠবে মাহদীর খীলাফাহ।

মাহদীর এই উত্থান মেনে নেবেনা ইসলামের শত্রুরা। তারা কৌশলে পার্শবর্তি মুসলিম দেশ শাম (বর্তমান সিরিয়া, লেবানন, জর্দান, ফিলিস্তিন ইত্যাদি অঞ্চল ছিল তখনকার শাম) আক্রমণের অজুহাতে প্রায় ৯ লক্ষ সৈন্য সমাবেশ ঘটাবে। শাম বাসীর পক্ষে এগিয়ে আসবেন মাহদী। কাফিররা বলবেঃ আমাদের যুদ্ধ ইসলামের বিরোদ্ধে নয়। আমরা তাদের আক্রমণ করব যারা

আমাদের লোকজকে হত্যা করেছে, বন্দী করেছে। কিন্তু তাদের ধোঁকায় পা দেবেন না মাহদী। তিনি মুসলিম জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী হবেন বিধায় সমস্ত মুসলিমকে একই জাতি মনে করবেন এবং মুসলিম ভাইদের পক্ষে যুদ্ধে শামিল হবেন।

শত্রুর শক্তিতে ভীত হয়ে একতৃতীয়াংশ মুসলিম যুদ্ধ থেকে পিছু হটবে। যারা এমন করবে তারা আল্লাহর গজবে পতিত হবে। তাদের তাওবাহ ও আর কবুল হবে না।

দুই তৃতীয়াংশ মুসলিম যুদ্ধে শামিল হবে। শুরু হবে ভয়াবহ যুদ্ধ। এমন যুদ্ধ দুনিয়া কখনো দেখেনি আর দেখবে ও না। হাদীছে ইহাকে মহাযুদ্ধ নামে অভিহিত করা হয়েছে। দীর্ঘ ছয় বছর ব্যাপী যুদ্ধ করে মুসলিমদের বিজয় হবে। আল্লাহর সাহায্যে বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত হবে মাহদীর ইসলামী খিলাফাহ। বর্নিত হচ্ছেঃ

নাফি' বিন উ'তবাহ রাঃ বলেনঃ আমরা রাসূল সাঃর সাথে যুদ্ধে ছিলাম। হঠাৎ পশ্চিম থেকে একদল লোক রাসূল সাঃর কাছে এলো। তাদের গায়ে পশমের কাপড় ছিল। তারা তাবুর কাছে তাঁকে পেয়েও গেল। তিনি বসা ছিলেন। তারা সামনে এসে দাড়াল।

আমি নিজেকে বললামঃ তাড়াতাড়ি গিয়ে রাসূল ও তাদের মাঝে দাড়িয়ে যাও। যাতে তারা অতর্কিত হামলা করে সর্বনাশ করতে না পারে। আবার মনে হলঃ হয়ত তারা কথা বলছে। তথাপিও এসে রাসূল সাঃ ও তাদের মাঝে অন্তরায় হয়ে দাড়ালাম। (দেখলাম রাসূল তাদের সাথে কথা বলছেন) তাদের কথোপকথন থেকে চারটি কথা আমি মনে রেখেছি। যা হাতে গুনে বলতে পারব।

রাসূল সাঃ বলেছেনঃ তোমরা (মাহদীর নেতৃত্বে) আরবে যুদ্ধ করবে, আল্লাহ তোমাদের বিজয়ী করবেন। তারপর ফারেসে যুদ্ধ করবে, আল্লাহ সেখানেও তোমাদের বিজয়ী করবেন। পরে রোমানদের সাথে যুদ্ধ করবে, আল্লাহ এখানেও তোমাদের বিজয় দান করবেন। পরে লড়বে দাজ্জালের সাথে। এখানেও আল্লাহ তোমাদের বিজয়ী করবেন। (এতটুকু বলার পর নাফি' তার শিষ্য জাবিরকে বললেন) জাবির! আমরা বিশ্বাস করি রোম বিজয়ের পরই দাজ্জাল বের হবে। (মুসলিম)

আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্নিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ কিয়ামতের আগে রোমানরা আ'মাক্ব ও দাবাক্ব (শামের দুইটি স্থান) এ অবতরণ করবে। তাদের মোকাবেলায় মদীনাহ থেকে বের হবে তখনকার দিনের শ্রেষ্ট মানুষদের (মাহদী ও তার অনুসারীদের) একটি দল।

এরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলে রোমানরা বলবেঃ (আমাদের যুদ্ধ তোমাদের সাথে নয়) আমরা তাদের সাথে লড়ব যারা আমাদের লোকদের বন্দী করেছে। আমাদেরকে লড়তে দাও।

মদীনার সৈনিকেরা বলবেঃ আল্লাহর কসম! আমাদের ভাইদের উপর আক্রমণ করতে দেব না। ফলে মুসলিম বাহিনীর সাথে এদের লড়াই বেঁধে যাবে। এক তৃতীয়াংশ ((মুসলিম শত্রুর ভয়ে) পালিয়ে যাবে। (এরা আল্লাহর গজবে পতিত হবে) আল্লার আর এদের তাওবাহ কবুল করবেন না। এক তৃতীয়াংশ (যুদ্ধ করে) শহীদ হয়ে যাবে। তারা আল্লাহর কাছে উৎকৃষ্ট শহীদের মর্যাদা পাবে। আর এক তৃতীয়াংশ বিজয়ী হবে। যারা আর কোনো দিন বিপদের সম্মুখীন হবে না। তারাই কুস্তুন্তুনিয়া (রোমানদের কেন্দ্রীয় শহর) বিজয় করবে।

তারা (বিজয়ী সৈন্যরা) যয়তুন গাছে অস্ত্র ঝুলিয়ে গনিমত বন্ঠনে লিপ্ত হলে শয়তান (মিডিয়া) প্রচার করবে "দাজ্জাল বের হয়ে তোমাদের পরিবার পরিজন খতম করে দিচ্ছে। এমন খবরে তারা সবকিছু ফেলে শামের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়বে। আসলে ইহা একটি মিথ্যা সংবাদ। তারা শাম পৌছার পর দাজ্জাল বের হবে।
তারা (দাজ্জালের সাথে) যুদ্ধের জন্য তৈরি হবে। নামাযের এক্কামত হলে ঈসা বিন মারয়াম অবতরণ করে তাদের নেতৃত্ব দেবেন। আল্লাহর দুশমন (দাজ্জাল) তাকে দেখে এমন ভাবে গলে যাবে যেমন লবন পানিতে গলে যায়। (তিনি দাজ্জালকে হত্যা করবেন) (মুসলিম)

আ'উফ বিন মালিক রাঃ বলেনঃ তবুক যুদ্ধের প্রাক্কালে একদা আমি রাসূল সাঃর কাছে এলাম। তিনি চামড়ার তাবুতে অবস্থান করছিলেন। (আমাকে দেখে) বললেনঃ কিয়ামতের ৬টি আলামত গুনে রাখো।

- আমার মৃত্যু।
- তারপর বাইতু-ল-মুকাদ্দাস (জেরুজালেম) বিজয়। (যা উমর রাঃর খিলাফত কাছে হয়েছিল।
- তারপর ছাগলের মহামারির মত এক মহামারি তোমাদের গ্রাস করবে। (উমর রাঃর খিলাফত কালে এই মহামারিতে প্রায় ৩০ হাজার সাহাবী ইন্তেকাল করেছেন)
- তারপর সম্পদের প্রাচুর্যতা এমন হবে যে কাউকে ১০০দিনার দিলেও সে তুচ্ছ মনে করবে। (যা বর্তমান আরবদের হয়েছে)
- তারপর আসবে ভয়াবহ ফিতনাহ যা আরবের ঘরে ঘরে প্রবেশ করবে। (সম্ভবত ইহা বিজাতীয় অপসংস্কৃতি ও নৈতিক অবক্ষয়ের ফিতনাহ যা টিভি ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে ঘরে ঘরে প্রবেশ করেছে)
- তারপর তোমাদের ও বনী-আফসারের (রোমানদের) মাঝে শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হবে। কিন্তু তারা চুক্তি লঙ্ঘন করে ৮০টি পতাকা (৮০টি দেশ বা ডিভিশন) নিয়ে তোমাদের বিরোদ্ধে লড়তে আসবে। প্রতিটি পতাকার নীচে ১২হাজার করে সৈন্য হবে। (বুখারী)

আব্দুল্লাহ বিন বাসর রাঃ থেকে বর্নিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ (মাহদীর নেতৃত্বে) মহাযুদ্ধ আর (রোমানদের কেন্দ্রীয়) শহরটি বিজয়ে ছয় বছর লেগে যাবে। আর দাজ্জাল বের হবে সপ্তম বছরে। (আবু-দাউদ। হাদীছটি অধিকতর সাহীহ)

## দাজ্জাল

**পরিচয়ঃ** দাজ্জাল অর্থ ধোঁকাবাজ। দাজ্জাল কারো নাম নয়। দাজ্জাল ইয়াহুদ সমাজের নেতা। সে খুবই ধুর্ত ও ধোঁকাবাজ হবে বিধায় তাকে দাজ্জাল বলা হয়েছে।

**পটভূমিঃ** ইয়াহুদরা সর্বদাই ভীত ও ধুর্ত স্বভাবের। বর্তমানে তারা খৃষ্টানদের ছত্রছায়ায় লালিত। মাহদীর সাথে যুদ্ধে খৃষ্টান শক্তি পরাজিত হলে আশ্রয়হীন হয়ে পড়বে ইয়াহুদ।

**আত্মপ্রকাশঃ** এমনি পরিস্থিতিতে দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করবে। সে বলবেঃ আমাকে রাব্ব (প্রভু, মালিক, বিধান দাতা) মেনে নাও, আমি তোমাদের বাচাব। ইয়াহুদ তাকে মেনে নেবে। দাজ্জাল তাদেরকে বিশ্বজয়ের স্বপ্ন দেখাবে। বর্নিত হচ্ছে

ই'মরান বিন হুসাইন রাঃ থেকে বর্নিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ আদম আঃ থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সবচেয়ে বড় ফিতনাহ হল দাজ্জাল। (মুসলিম)

আনাস রাঃ থেনে বর্নিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ সকল নবীই এই টেরা মিথ্যুক সম্পর্কে জাতিকে সাবধান করে গেছেন। (সে নিজেকে রাব্ব দাবী করবে) মনে রেখো! সে হবে কানা ও টেরা। আর তোমাদের রাব্ব কানা বা টেরা নন। (বুখারী, মুসলিম)

কাফির দুনিয়ার সাথে লড়াই করে মুসলমানদের শক্তি তখন নিঃশেষ প্রায়। দাজ্জাল এই সুযোগে মুসলমানদের অনেক অঞ্চল দখল করে নেবে। মক্কাহ মদীনাতেও আক্রমণের চেষ্টা করবে। কিন্তু সফল হবে না। ফিরিস্তা তাকে তাড়িয়ে দেবে। বর্নিত হচ্ছেঃ

উম্মু শারীক বলেন, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ দাজ্জাল থেকে পালিয়ে মানুষ পাহাড়-পর্বতে আশ্রয় নেবে। আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন আরবরা (আরবের বীর যুদ্ধারা) কোথায় থাকবে? বললেনঃ তারা হবে খুব কম। (মুসলিম)

আবু-হুরাইরাহ রাঃ বলেন, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ মাসীহ (দাজ্জাল) পূর্বদিক থেকে আসবে। এবং মদীনাহ প্রবেশের উদ্দেশ্যে অহুদ পাহাড়ের পাদদেশে অবতরণ করবে। ফিরিস্তাগণ তার গতি শামের দিকে ঘুরিয়ে দেবেন। সেখানেই সে নিহত হবে। (বুখারী, মুসলিম)

## ঈসা আলাইহি-স-সালাম

**পটভূমিঃ** মহান আল্লাহর একটি চিরাচরিত নিয়ম হচ্ছে রাসূল পাঠানোর পর জাতীয় ভাবে রাসূলের বিরোধিতা করা হলে আযাব দিয়ে এই জাতিকে ধ্বংস করা হয়। প্রতিটি জাতিকে তাদের কাছে প্রেরিত রাসূলের সামনেই ধ্বংস করা হয়েছে।

ঈসা আঃ ইয়াহুদ জাতির প্রতি প্রেরিত ছিলেন। ইয়াহুদ তাকে মেনে নেয়নি। বরং তাকে জারজ বলে গালি দিয়েছে, তার বিরোধিতা করেছে এবং হত্যার জন্য বাড়ি ঘেরাও করেছে, ফাঁসির বন্দোবস্ত করেছে। তথাপিও আল্লাহ জাতি হিসাবে ইয়াহুদকে ধ্বংস করেননি। বরং ঈসা আঃকে হেফাজত করে আকাশে তুলে নিয়েছেন।

দাজ্জালের বিরোদ্ধে যুদ্ধই ইসলামী ইতিহাসে সর্বশেষ ও চুড়ান্ত যুদ্ধ। এই যুদ্ধের মাধ্যমে ধ্বংস হবে ইয়াহুদ। তাই মহান আল্লাহর তার নিয়ম রক্ষা করেই ইয়াহুদ জাতিকে ঈসা আঃর সামনে ধ্বংস করবেন।

মাহদী তখন দাজ্জালের মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন। এমন সময় আকাশ থেকে নেমে আসবেন ঈসা আঃ।

**পরিচয়ঃ** ঈসা আঃ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। সতী সাধবী মারয়ামের একমাত্র ছেলে। তার বিশেষ উপাধি ছিল রুহুল্লাহ। ঈসা আঃর জন্ম হয়েছে আল্লাহর কুদরতে বিনা বাপে। আল্লাহ ফিরিস্তা পাঠিয়ে মাতৃগর্ভে ঈসার রুহ ফুকে দিয়ে ছিলেন।

বর্তমান ফিলিস্তিনের বাইতু-ল-মুকাদ্দাস (জেরুজালেম) শহরের বাইতু-ল-লাহম নামক স্থানে ঈসা আঃর জন্ম হয়েছে।

জন্মের পর থেকেই ঈসা আঃ কথা বলেছেন। তখন থেকেই তিনি নবী ও রাসূল। ঈসা আঃর কাছে অনেক মু'জিযা ছিল। আল্লাহর হুকুমে তিনি মৃতকে জীবিত করতে এবং জন্মান্ধ সহ যেকোন রোগীকে সুস্থ করতে পারতেন।

ঈসা আঃ ইয়াহুদ সমাজের প্রতি প্রেরিত ছিলেন। তার সঙ্গী ছিল ১২ জন। তাদেরকে হাওয়ারী বলা হত।

**আকাশে আরোহণঃ** ইয়াহুদ ঈসা আঃকে মেনে নেয়নি। তারা তাকে জারজ সন্তান বলে গালি দিত, তিরস্কার করত। জাতীয় ভাবে মেনে না নিলেও ব্যক্তিগত ভাবে অনেক লোকই তাকে মেনে নিয়েছিল।

ঈসা আঃর বয়স তখন ৩৩। তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে রাতের আঁধারে তার ঘর অবরোধ করল ইয়াহুদরা। বিষয়টি আগ থেকেই আঁচ করে ছিলেন ঈসা আঃ। তিনি সাহায্যের আবেদন জানালে হাওয়ারীগণ এগিয়ে এলো। ১২জন হাওয়ারী তার ঘরে অবস্থান নিল।

রাতে ঈসা আঃ বিদায়ী ভাষন দিলেন। এক পর্যায়ে তিনি বললেনঃ তোমাদের কে রাজি আছো, যাকে আমার জুব্বা ও লাঠি দেয়া হবে, তার চেহারাকে আমার চেহারায় রূপান্তরিত করা হবে। সে বাহিরে গেলে লোকজন আমি মনে করে শূলীতে চড়াবে। একাজের পুরস্কার হিসাবে পরকালে সে আমার সঙ্গী হবে।

এক এক করে তিন ব্যক্তি উঠে দাড়াল। ঈসা আঃ একজনকে পছন্দ করলেন। তাকে ঈসা আঃর পোষাকে সজ্জিত করা হল, হাতে দেয়া হল ঈসা আঃর লাঠি, তার চেহারা ঈসা আঃর চেহারায় রূপান্তরিত করা হল। লোকটি ঈসা সেজে বাহিরে গেলে অপেক্ষমাণ ইয়াহুদগণ ঈসা মনে করে তাকে শূলীতে চড়াল। এভাবেই তিনি শহীদ হয়ে গেলেন।

পরে দিনের আলোতে ইয়াহুদগণ বুঝতে পারল তারা যাকে শূলীতে চড়িয়ে ফাঁসি দিয়েছে তিনি ঈসা নন, অন্য কেউ। ইরশাদ হচ্ছেঃ

তাদের কুফরের কারনে, মারয়ামকে মহা-অপবাদ দেয়ার কারনে, "আমরা আল্লাহর রাসূল মারয়ামের ছেলে ঈসাকে হত্যা করে ফেলেছি" এমন বলার কারনে (আল্লাহ তাদের লা'নত করেছেন)। বস্তুত তারা ঈসাকে হত্যা করতে পারেনি শূলিতে চড়াতে পারেনি, আসলে তাদের জন্য (অন্যকে ঈসার) সাদৃশ্য বানিয়ে দেয়া হয়েছিল। তাদের যারা (আসল ব্যাপারটি জেনে) এব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেছিল তারাও ছিল সন্দিহান। তাদের কাছেও এব্যাপারে সঠিক কোন জ্ঞান ছিল না ধারনা ছাড়া। নিশ্চয় তারা তাকে হত্যা করতে পারেনি। (৪ নিসাঃ ১৫৬,১৫৭)

আল্লাহ হুকুমে ঈসা আঃ আকাশে আরোহণ করলেন। ১১জন হাওয়ারী স্বচক্ষে ইহা প্রত্যক্ষ করে হতবাক হয়ে গেল। এবং ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় তারা বিভক্ত হয়ে পড়ল।

১১জনের ৭জন বললঃ তিনি মানুষ ছিলেন না। তিনি ছিলেন স্বয়ং খোদা অথবা খদার ছেলে। আর ৪জন বললঃ তিনি খোদাও ছিলেন না, খোদার ছেলেও ছিলেন না। তিনি ছিলেন মানুষ, আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

যে ৪জন ঈসা আঃকে মানুষ ও আল্লাহর দাস বলে ছিলেন। বাকি ৭ জন মিলে (তাদের বিবেচনায়) খোদার ছেলেকে অপমানের অপরাধে তাদের হত্যা করল। ৭হাওয়ারী ঈসা আঃর ঘর থেকে বের হল ভুল আক্বীদাহ নিয়ে, মুরতাদ হয়ে।

পরে এরাই নাসারা (ঈসার সাহায্য কারী) হিসাবে পরিচিতি পায়। তাদের প্রত্যেকে আপন জ্ঞান থেকে (আল্লাহর বাণী, ঈসা আঃর হাদীছ ও সিরাত মিলিয়ে) একেকটি কিতাব লিখেছে। যার নাম দেয়া হয়েছে বাইবেল। আর এজন্যই বাইবেলের ৭টি কপি বিদ্যমান।

**অবতরণঃ** মাহদী দাজ্জালের মোকাবিলায় সৈন্য সমাবেশ করবেন। তিনি দামেস্কের পাশে জড় হবেন। তখন দুই ফিরিস্তার কাঁদে ভর করে অবতরণ করবেন ঈসা আঃ। তিনি দাজ্জালের বিরোদ্ধে লড়বেন। দাজ্জালকে হত্যা করবেন। যুদ্ধের পর মাহদী মারা যাবেন।

ঈসা আঃ হবেন বিশ্ব বিজয়ী মুসলিম নেতা। তখন সকল প্রকার কুফর শিরক দুনিয়া থেকে বিদায় নেবে। তখন সবাইকে ইসলাম গ্রহণ করতে হবে নতুবা মরতে হবে। ইসলাম গ্রহণ না করে বেঁচে থাকার কোনো সুযোগ থাকবে না।

ঈসা আঃর হাতে চলে যাবে বিশ্ব নেতৃত্ব। দুনিয়া তখন ন্যায় ইন্সাফে ভরে উঠবে। খোলে যাবে বরকতের দ্বার। সোনা রুপার পাহাড় ভেসে উঠবে। সম্পদে ছেয়ে যাবে সবদিক। সবাই তখন ধনী হয়ে যাবে। তারা যাকাত আলাদা করতে কিন্তু তা গ্রহণ করার মত কাউকে খোঁজে পাবে না। বর্নিত হচ্ছেঃ

আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্নিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ ওই সত্বার কসম, যার হাতে আমার জীবন! অচিরেই ঈসা বিন মারয়াম ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসাবে তোমাদের মাঝে আসবেন। তিনি ক্রস ভেঙ্গে ফেলবেন, শোকর হত্যা করবেন এবং জিযিয়া বিলুপ্ত করবেন (তখন মুসলিম না হয়ে কেউ রক্ষা পাবে না)। তখন সম্পদ এতো বেশী হবে যে কেউ ইহা গ্রহণ করবে না। তখনকার সময়ে একটি মাত্র সিজদাহ দুনিয়া ও দুনিয়ার সকল সম্পদ থেকে উত্তম হবে। এই পর্যন্ত বর্ননার পর আবু-হুরাইরা বললেনঃ চাইলে (প্রমান স্বরুপ) এই আয়াতটি পড়ে নাও "তার (ঈসাঃর) মৃত্যুর আগে আহলে কিতাবের সবাই তার প্রতি ঈমান আনবে" (নিসাঃ ১৫৯) (বুখারী, মুসলিম)